

৬

প্রথম প্রকাশ : ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৬০/৬ ফাল্গুন ১৩৬৭

প্রকাশক : দেবকুমার বসু। ৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : হরিপদ পাত্র। সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলি-৬

প্রচ্ছদ : সমীর ঘোষ

কাব্যপ্রেমিকদের
উৎসর্গ করা হইল

সূচীপত্র

সূচীপত্র

গ্রামে ফিরে চল

গ্রামে ফিরে চল ভাই,
গ্রামে ফিরে চল।
বিধাতা সৃজেছিল ঐ সুন্দর চির-সবুজ গ্রামগুলি,
সুমিষ্ট স্নিগ্ধ বাতাস যায় করিত কোলাকুলি।

পুকুর ভরা মাছ, গোলাভরা ধানে,
মানুষ পূজিত বিধাতায় সাবধানে।
ধ্বনিত হইত যেথা মধুর সঙ্গীত শান্তির গৃহকোণে,
করুণা টলমল বদনে।

হায়! কোথা গেল আজ উদার সঙ্গীত,
কোথা বা মিষ্ট প্রাণ মাতানো বাতাস।
চারিদিকে ইট চারিদিকে ইট,
ইটের নেশায় পাগল মানুষ;
আপন মনেরে করেছে শক্ত কীট।
কোথা বা বহিবে স্নিগ্ধ বাতাস,
কোথা বা ধ্বনিবে সঙ্গীত সুধা;
কোথা করিবে কোলাকুলি আজ বৃক্ষলতা।
গ্রামে ফিরে চল ভাই,
গ্রামে ফিরে চল।

নববর্ষ

এল বর্ষ নববর্ষ ;
এল হর্ষ নবহর্ষ ।
নব নব বেশে ;
বসন্তের শেষে ।
বসন্তরাজ গাইল বুঝি
বর্ষারাণীর মিলন গীতি।

তাই সাজতে গেল ঋতুরাজ,
ঋতুরাণীর তরে ।
ঋতুরাণীর নূপুর ধ্বনি,
বাজবে সুরে সুরে ;
কাল বৈশাখীর ঝড়ে ।
ঋতুরাণী স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে দেবে,
নতুন করে নতুন সুরে ;
সব ডালে, সব মাঠে, সব খালে সব প্রাণে সব গানে ।
মুছে যাবে জ্বালা, গ্লানি মুছে যাবে,
শুষ্ক ডালে ফুটবে হাসি সবুজ পাতার দলে ;
প্রাণে প্রাণে ফুটবে ভাষা নতুন নতুন সুরে।
এল বর্ষ নববর্ষ,
এল হর্ষ নবহর্ষ ;
নব নব বেশে ।

সরষেফুল

সরষেফুল, সরষেফুল,
শীতের মিঠে রোদে,
সবুজ মাঠের পাতার পরে,
ঝলমলিয়ে উঠে,
সোনার ভূষণ পরে :
ওগো ! মধু পসারিনী
ডাকছ তুমি কাকে ?
ভ্রমরেরা সব ফেলে,
ফিরছে ধেয়ে তোমার পরে
মধুর লোভে ;
শুসছে মধু প্রাণ ভরে,
গুনগুনিয়ে গান ধরে ।

সুন্দররূপে বাঁধা

জীবন সুন্দররূপে রয়েছে যে গাঁথা,
দুঃখ দিয়ে বাঁধা।
তারই মাঝে মাঝে দেখা যায় বিদ্যুৎ চমকানি সম,
সুখ, স্বপ্ন সম।

বুঝিতে কি আঁধারের সার্থকতা,
যদি চির সুখ থাকিত হেথা ?
বুঝিতে কি ? চির দুঃখী-দীনের ব্যথা,
যদি না হতে নিজে দুঃখে গাঁথা ?

মানব জীবন সফল সেথা,
যেথা মানবের-ভালবাসা মানব সেবায় গাঁথা।
তুমি তো আসনি হেথায়,
শুধু সুখ-স্বপ্নে মগ্ন হয়ে আপনায়।

শুনিতে পাওনা কি ? প্রকৃতির প্রতিধ্বনি,
তোমায় হৃদয়খানি বিলাও বিলাও—
মোরে, আমাতে,
মানবের পরম সেবাতে।

বৃষ্টি

ঘুম ভাঙ্গতে উঠে দেখি,
ঝম্-ঝমা-ঝম্ বৃষ্টি সে কি।
সূয্যি মামা মেঘের তলে,
পৃথিবীটা ভিজছে জলে।
নদী যেন রাস্তা বাড়ী
কাগজ দিয়ে নৌকা ছাড়ি।
দুলে, দুলে নৌকা চলে,
হাঁটু সমান বৃষ্টি জলে।
দিন নাই রাত নাই,
টিপটাপ বৃষ্টি।
পৃথিবীটা হ'লো কি রে ?
হ'ল অনাসৃষ্টি।
পথে ঘাটে একেবারে,
জলে কাদা-ভর্তি।
রাস্তায় চলা দায়,
মনে নাই ফূর্তি।

বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি,
মাঠে মাঠে হচ্ছে শুধু খাল,
বিলের সৃষ্টি।
যাচ্ছে কৃষক মাঠে,
কোদাল খুরপি হাতে।
টাপুর, টুপুর বৃষ্টি পরে,
পুকুর নদী নালা-ভরে।
চলছে কৃষক মাঠে,
সারাদিন সে খাটে।
পান্তা ভাত খায়,
আপন মনে গান গায়।

শপথ

একটি ছোট বালকের প্রাণে,
জন্মেছিল শুভক্ষণে।
নিশার আঁধার টুটিব এবার,
জেগেছিল তার মনে।
প্রথম দিনেই শপথ নিয়েই,
বলেছিল আপন মনে।
ভারত মাতার পরাধীনতার,
প্রাচীর ভাঙ্গিব এবার।
মুক্তি তাহার আনিব এবার
রহিব রিপুর দমনে।
আসুক না ভয় বাধুক প্রথম,
মাভৈঃ মাভৈঃ শমনে।
তাইতো মোরা শপথ নিলাম,
দুঃখী হয়ে দুঃখ নেব চিনে।
ঝড় হয়ে ছড়িয়ে দেব মোরা,
প্রাণের যত দেওয়া নেওয়া।
সূর্য কিরণ ছড়িয়ে দেব,
সব প্রাণে সব গানে।
সত্যের পথে চলিব মোরা,
সত্যেরে করিব জয় ;
লোভের বশে লইব না কভু মিথ্যার আশ্রয়।
আসুক বাধা আসুক বিপদ,
কিছু না করিব ভয়।
সত্যের পথে চলিয়াই মোরা,
সত্যেরে করিব জয়।
রাখিব এ জীবন পরের তরে,
পরার্থে করিব কামনা।

এক নিশুতি রাতে

শুনবে যদি একটি কথা,
মনটি দিয়ে শোন।
এমন কথা কেউ তোমরা,
শোননি কখনো।
একদিন এক নিশুতি রাতে,
একা শুয়ে আছি বিছানাতে।
দেখছি আমি শুয়ে শুয়ে,
তাকিয়ে কারা জানালা দিয়ে।
দেখতে মোটা বেঁটে কালো,
আজব গুজব মানুষগুলো।
চুপি চুপি কইছে কি যে,
কিছুই মানে পাইনা খুঁজে।
বিছানা ছেড়ে যেই না দাঁড়াই,
তাকিয়ে দেখি কিছুই যে নাই।

এখনও বন্ধ করোনা ছন্দ

শেসেছে একাধিক,
শুষেছে শতাধিক।
সুজেছে যক্ষপুরী,
হয়েছে অতি দুর্বল বৃন্ধ।
যক্ষপুরী, রয়েছে আগুলি ;
প্রবৃত্তি নেই, সঁপিতে ;
শাসনভার, আপন সমর্থ পুত্রে ;
মনে হয় হায়! বুঝি বা হারায়,
যক্ষপুরীর বৃত্ত।
কন্যা আগায় যৌবনে প্রায়,
তবু ভয় দিতে তারে পরিণয়।
মনে হয় হায় যদি বা হারায়,
যক্ষপুরীর বৃত্ত।
এ সে কোথা হতে নামী নট-নটী,
সুজিল বাসনা চিত্তে ;
দেখায় রাজারে নৃত্য,
রাজা ভাবে হায় ;
মান বুঝি যায়,
ফিরাব কি বলে।
দেখিতে গেলেই যায় বুঝি হায়,
যক্ষপুরীর বৃত্ত।
দোটানা দোলায় দুলেছে,
রাজা মহাশয় অতিভাবিত চিত্তে।

নট

"চল প্রিয়ে ধাই-মন্ত্রির পিছু পিছু"।

মন্ত্রি

'শোন মহারাজ, দিতে হবে না কিছু'—

শুনে রাজা মহাশয় অতি আনন্দ চিত্তে
ঢ্যাঁটুরা পিটিয়ে খবর ছড়ায় নগরীর দিকে দিকে ।
নাচিছে নটিনী সুন্দর তন্বি দুলি,
প্রথম প্রহর কাটিল বিষাদে ;
দ্বিতীয় প্রহর কেটে গেল,
তৃতীয় প্রহর শেষ হয়ে হায়,
শেষ প্রহরও বুঝি বা যায় ।

নটিনী

'শুন প্রাণনাথ, নিশাগত প্রায়,
ক্লান্ত অবসন্ন দুর্বলকায় ।
মিলিল না শুধু রিক্ততা ছাড়া কিছু,
বৃথা বাজিয়েছ তাল ; শূন্যতার পিছু পিছু ।'

নটরাজ

বিমর্ষ চিত্তে, ক্ষীন হাসি হেসে,
'তাল মে ভঙ্গ ন পায়'—
রাত্রির কিছু রয়েছে এখনও ;
বন্ধ করো না ছন্দ,
হেরে নাহি যাবে,
ছেড়ে নাহি দিবে.
আমিও বন্ধ করিব না মম,
বাজনার ছন্দ ।'

সন্ন্যাসী

'তাল মে ভঙ্গ ন পায়'
একি অপরূপ বাণী,
প্রণামি রূপে সঁপিলেক তাকে ;
শেষ সম্বল কম্বলখানি ।

যুবরাজ

'লহ গুরুদেব, মম
অমূল্য অঙ্গুরীয়' ।

রাজকন্যা

'লহ মোর, বহুমূল্য রত্নমাল্য।'

মহারাজ

'একি অদ্ভুত। একি বিচিত্র ব্যবহার।
হে সন্ন্যাসী কহ মোরে কহ
কেন সঁপে দিলে তুমি,
শেষ সম্বল তব, কম্বলখানি।'

সাধু

'শুন মহারাজ
খুলে গেল মোর দিব্যচক্ষু
নটের মন্ত্র শুনি।'

রাজা

'মন্ত্র ?'

সন্ন্যাসী

'তাল মে ভঙ্গ ন পায়।
ভ্রমেছি দেশে দেশে, কাননে বিজনে,
সাধু গিরি বেশে।
তবু মিলিল না হায়, দরশন অমৃতে,
করেছি বাসনা, আর—
করিব না কৃচ্ছ্র সাধনা।
ফিরে যাব গৃহে আরামে বিরামে,
বাকি কটাদিন যাপনে।
শুনে নট বাণী খুলে গেল, মম দিব্য চক্ষু,
ছাড়িব না কভু স্বর্গ বাসনা,
যতদিন বাঁচি, করিব সাধনা।'

মহারাজ

'কহ যুবরাজ তোমার গোপন কথা'

যুবরাজ

'করেছিনু বাসনা লইব রাজ্য
গোপনে হত্যা করিয়া তোমারে।'
শুনি মন্ত্র তাল যে ভঙ্গ ন পায়
খুলে গেল মোর দিব্যচক্ষু,
বৃদ্ধ পিতারে করিলে হত্যা ;
পাপের পঙ্কে রহিবে নিত্য ;
আর ক'টা দিন রসবে চিত্ত।'

মহারাজ

'হে বৎসে মোর কহ কহ মোরে,
কিসের লাগিয়া সঁপিলেক অমূল্য তব রত্নমাল্য।'

রাজকন্যা

'ভেবেছিনু মনে,
না রহিব আর তব গৃহ কোণে,
পরিণয় কারণে।
শুনি মন্ত্র, হনু চমৎকৃত,
আর দু'টো দিন রসরে চিত্ত ;
পিতৃ তিরোধানে পাবি মনোনীত'।

মহারাজ

'হনু চমৎকৃত, আমি অজ্ঞ
আমি নরাধম ;
বুঝিনি সংসার ধর্ম,
অর্থ মোহে হ'য়ে জর্জরিত ;
লহরে লহরে লহ পুত্র,
সঁপিনু তোমায় আমার রাজ্য।
হে বৎসে মোর দিবরে তোরে,
পরিণয় তব মনোনীত জনে ;
প্রভূত অর্থদানে।'

চিরসুন্দর

ঝড়ে গেছে মোর কত বসন্ত,
জীবনের বৃন্ত হ'তে নেই তার লেখা।
জেগেছি একাকী কতনিশি নেই তার অন্ত,
আজি কেন রে! এলো প্রাণে দুরন্তের নেশা।
কি জানি কি হ'ল?
জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হ'তে শুনি ঐ মহা-মিলনের গান।
প্রেমের দূত ডাকিল মোরে, যত্নভরে।
আর কত কাল কাঁদিবি ওরে,
কাঁদিবি একাকী তন্দ্রা ঘোরে?
চল চল চলরে চল,
মোর সনে যদি যাবি বল!
নিয়ে গেল মোরে জ্যোৎস্নাভরা বসন্ত রাতে,
জলপথে!
যেতে যেতে পথ গেল ঢেকে,
পর্বতের জল স্রোতে।
ভাবিলাম হায়,
পার হব কিসে এত জলাশয়!
দেখি দূরে তারি মাঝে,
স্নানরত এক তাপস স্নিগ্ধ হাসিছে।
নিয়ে গেল মোরে কত বন পথে,
অতি সুন্দর, অতি মনোহর পুষ্প কাননে?
তারপর হায় মিলালো সে কোথায়?
রাত্রি শেষে।
আজও যার হাসি মুখ খানি,
মুছায় মনের সর্ব্ব গ্লানি
কে সেই চির সুন্দর?

লিপিকা

পুষেছিনু অভিলাষ লিখিব লিপিকা,
হৃদয় উজারিয়া প্রেম ভাষা।
নীরবে নিশীথে বসিয়া আঁধারে,
ভাবিতেছি তাই কত কথা অন্তর মাঝারে

আঁধারে কিরূপে ওগো কাটাব এ জীবন,
না করিলে সুধাময় প্রেম-সুধা বিতরণ।
প্রেম সুধা আশে প্রাণ-প্রিয়-দিতেছি লিপিকা,
বিতরিয়া ধন্য কর সুধার কণিকা।

হতে পারে ভাষা মোর নীরস নিঠুর,
ভুলো না হে তুমি কিন্তু দিতে সুমধুর।
ভাবহীন, ভাষাহীন প্রাণের বেদনা,
শান্ত হবো পেলে তব প্রেমের করুণা।
ভুলো না হে প্রাণনাথ ভুলো না আমারে,
নিরাশ আঁধারে ফেলি এই অভাগীরে।

সুদূর গগনে তুমি আমিও সুদূরে,
প্রেমের বার্তা তব আছে হৃদিজুড়ে।
দিবা নিশি অশ্রুলোরে পূজি সে মূরতি,
হৃদয়ের হাহাকারে করি গো আরতি।

তুমিও কি দয়াময় ভাব মোর কথা,
বিরহে অন্তরে তব পাও কি গো ব্যথা।
বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ের শেষে,
শ্রাবণের কাল মেঘ ভাসিলে আকাশে ;
ভাসে কি আমার কথা তব মনাকাশে ?
না, না সখা চাবে কেন ? কি বা প্রয়োজন ?
অযোগ্য অরূপ আমি অতি অভাজন, ..

জানি না কি সুকর্ম ফলে দেখেছি তোমারে,
পুলকে, আলোকে তব ঠিকানা মিলিত হৃদয়ে,
সুখী আমি ধন্য আমি ভাবি মনে মনে।

ব্যথিত ব্যাকুল চিত্ত তব পত্র আশে,
লিখিতেছি সত্য কথা বিরহ বিবশে।
যদি তুমি 'শান্তি বারি' নাহি দাও তবে,
দগ্ধ এ পরাণ মোর কোথা শান্তি চিতে ?
মরুভূমি সমান শুষ্ক এ পরাণ আমার।

আরও শুষ্ক হবে পত্র না পেলে তোমার,
তাই বলি প্রাণ-প্রিয়-ভুলো না অভাজনে।
শুষ্ক মুখে-শূন্য বুকে রেখেছি তোমারে,
সমাজের শত জ্বালা সয়েছি যতনে।

আসিছে পূর্ণিমা নিশি আসিছে ঝুলন,
নেমে এস প্রাণনাথ লাগি মোর মিলন।
তৃষ্ণিত চাতক তৃষ্ণা জানে না সে হায়,
আমিও হে সুধাময় তোমার পিয়াসে,
বিষম বিরহোচ্ছ্বাসে যাই ভেসে ভেসে।

সত্য, শান্ত, সৌন্দর্যের অবতার তুমি হে জ্যোতির্ময়,
তৃষ্ণিত চাতক দেখি হও কেন হে নির্দয় ?
জানো না ! এ ভগ্ন প্রাণে কত ব্যথা বাজে,
বলিতে সকল কথা মরে যাই লাজে।

এক, দুই, তিন করি গুনিতেছি দিন,
আসিবে কখন সেই মিলন সুদিন ?
ফাল্গুনের শেষে কিংবা চৈত্রের নিশাতে,
দয়া করি লও প্রিয় যদি তব বক্ষে।
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে মাতি নাচিবে এ চিত্ত,
বেশী ভাষা থাকু আর লাগে না কো ভাল ;
ভুলো না পাঠাতে কিন্তু জ্যোতির্ময় আলো।

গুহা

বর্বর পশু পেল গুহার সন্ধান,
গুহা থেকে এল মন,
উপজিলে উপবন,
তারপর তপোবন।
মনে মনে বন্ধন,
সমাজের প্রাঙ্গণ,
ভাই ভাই মন প্রাণ,
পর তরে প্রাণদান।

দেশ ছেড়ে গেল পরবাসী,
সমাজের প্রাঙ্গণ করে গেলবাসী ;
দিয়ে গেল মানব মনের ফাঁসী।

নাই নীতি নাই মন,
মানুষে এল সেই পশুর আহ্বান,
মুখোসই মানব মনের বন্ধন,
ঢেকে গেল সমাজের প্রাঙ্গন।

এ, ওরে ভয় পায়,
বিপ্লব হয় হয়,
গুহা বুঝি তাই চায়।

বসন্ত

কচি কচি ভরা শাখী,
ফুলে ফুলে মেলালো আনি।
পরাগ রেণু জন্ম নিল,
রঙিন ফুলের মাঝে।
নতুন করে ফুটানো কুঁড়ি,
রক্ত রাঙা সাজে।
বসন্তের এই নবীন পাতা,
স্নিগ্ধ হাওয়ায় ভরা।
নতুন কুঁড়ি দল মেলিল,
ফুটবে কবে তারা ?

অচেনা বনে

অচেনা বনে,
আপন মনে ;
চলেছিনু পথে একা।
পথের মাঝে,
মোহন সাজে ;
হল তব সনে দেখা।
কোমল কান্তি,
বদনে শান্তি ;
নয়নে লজ্জা,
বিপুল, সজ্জা ;
তিলক রাঙ্গিছো ভালে।
সুগোল আস্য,
সলাজ হাস্য ;
দেখিলে পরাণ ভুলে।
উন্নত নাশা,
নয়ন ভাষা ;
ঠিকুরে পরিছে রূপ।
কেশের শোভা,
পরান লোভা ;
আহা কিবা অপরূপ।
চঞ্চল অতি,
সুরল মতি ;
বিষম কটাক্ষ হেনে।
অচেনা বনে,
শঙ্কিত মনে ;
চলিয়াছো ধীর পায়।

কুসুম গন্ধে,
মধুর ছন্দে ;
কার বানী মঞ্জে মনে ?
বীণার তানে,
ললিত গানে ;
হয় নাকি উচাটন ?
দেখেছি যেই,
ভুলেছি সেই ;
হে মোর বিজন রাজ !
কহ গো কথা,
জুরাক ব্যথা ;
শুনাও আশার বাণী ।
প্রেমের তরে,
সদাই ঘুরে ;
এসেছি তোমার কাছে ।
তুমিও মোরে,
প্রেমের জোরে ;
বাঁধিতে ভুল না পিছে ।
জীবন তরী,
বোঝায় ভারী ;
ব্যর্থ প্রেমের-ভারে ।

এলে গো বন্ধু

তুমি এলে গো বন্ধু,
এলে গো মোর প্রাণে ;
তোমারে পূজিব আমি সুমধুর গানে।
শোভিব মুকুট করে মাথার 'পরে,
রাখিব হৃদয়ে ওগো যতন ভরে।

মানসে ভাসিবে তব লাজুক নয়ন,
বাতাসে বাজিবে তব চরণ যুগল।
আকাশে হাসিবে তব মধুর হাসি,
সাগরে ধ্বনিবে তব মধুর ধ্বনি।
তোমারে সখারূপে দেখেছি আমি,
বারে বারে ফিরাবো তারে কেমনে—
পুলকিত প্রাণে ?

চিনেছি তোমারে বন্ধু,
চিনেছি তোমারে।
এস বন্ধু এস মোর গানে,
শতধা হ'য়ে শতরূপে জাগাও মোরে প্রাণে।
তোমার বাঁশরীর সুর বাজুক বাজুক নব নব গানে,
এস বন্ধু এস মোর পুলকিত প্রাণে।

শরৎ-স্মরণে

দূর, দূর,
গুর গুর
মেঘ ডাকে আকাশে।
তর তর,
কর কর ;
গান গায় বাতাসে।

চল, চল,
ছল, ছল,
জল নেমে আসল।
ঝুপ্ ঝাপ,
দুপ্ দাপ্
ধরাতল ভাসল।
চিক্ চিক্,
ঝিক্ মিক্
চারিদিক শিশিরে।
টিপ টিপ,
টুপ টাপ ;
বারিধারা বাইরে।

স্বর্গরথ,
পেয়ে পথ ;
নেমে এল ভূতলে।
আগমণি
বাণী শুনি ;
প্রাণ আজ উছলে।

অহরহ,
তব বিরহ ;
জাগিতেছে পরাণে।

প্রাণ নাথ,
দীন নাথ ;
ভুলি তোমা কেমনে।

তুমি হায়,
এ-সময় ;
রহিয়াছ সুদূরে।

ভাবনায়,
মরি হায় ;
প্রাণ তাই ফুকরে।

স্মৃতি লোর,
বহে মোর ;
দিবা নিশি নয়নে।

তব কথা,
ভাবি সদা,
জীবনে ও মরণে।

মরি পুড়ে,
এত দূরে ;
বিরহের আগুনে।

তুমিও কি,
ভাব সখা ;
মম কথা,
তব হৃদি মাঝারে ?

শরতের আলোকে,
শোভা দেখে ;
থেকে থেকে,
প্রাণ নাচে পুলকে।
মৃদু হাসি,
ভালবাসি ;
তব রক্ত অধরে।
পাগলিনী,
সৌদামিনী ;
খেলে যেন ভাদরে।
সুধা লোভি,
কবে আমি ;
ধন্য হবো ভূতলে ?

কালো চোখে,
আঁকে বাঁকে ;
দেখ যবে আমারে।
ভ্রম হয়,
মনে লয় ;
বুঝি ডাক মোরে সাদরে।

চোখে হেসে,
যায় ভেসে ;
বিজলীর ঝরণা।
চেয়ে দেখি,
দিয়ে ফাঁকি ;
টানো তব জানালা।

জল ভরা,
আঁখি জোড়া ;
কথা কয় নীরবে।
যেতে যেতে,
ফিরি পথে ;
ভাবি মনে ;
কতদিনে,
দেখা পাবো হৃদি বল্লভে।
আশালতা,
উজ্জীবীতা ;
কবে হবে পল্লবে।

ভাঙা বুকে,
মনো দুঃখে ;
শরতের পবনে।
আনমনে,
কানে কানে ;
কথা কয় গোপনে।

শুনে কথা,
বাজে ব্যথা ;
বিরহিনীর পরাণে।

স্মৃতিটুকু,
ধুকু ধুকু ;
জ্বলে মোর জীবনে।

বিজ্ঞানের দক্ষতা

সাতদিন সাতরাত, শীতে বারিপাত ;
ঝরিছে অবিরত কখনও টিপ্‌টাপ্‌
কখনও ঝপ্‌ঝপ্‌ ;
চারিদিক্‌ অন্ধকার,
ভয়ে প্রাণী হা হা কার।
হাঁটু সমান জল, অতীব শীতল,
নাহিক কোলাহল নগরী মাঝে ;
শূন্য বাজারখানি একাই কাঁদিছে আপন মনে।
কাঁদিছে রবিশস্য মাথাটি এলায়ে ভূমে,
অকাল মরণ ভয়ে।
ভাবিছে বুঝি বা করিতে পাব না মানবে সেবা,
শূন্য মাঠ ঘাট কাঁদিছে একাকী,
আকাশ পানে চাহি ;
হে দেবতা হে জগতধাত্রা,
রক্ষ মোদের আলোক দানে।
শুনে হাসে আকাশ, নাহি ভয় তোমা সবাতে,
আছে মোর মমতা,
হইবো প্রকাশ দেখি আমা চেনে কিনা
বিজ্ঞানের দক্ষতা,
অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অকাল বৃষ্টি রুধিতে
বিজ্ঞানের আছে কি কোন ক্ষমতা !

বিড়াল ছানা

বিড়াল ছানা, বিড়াল ছানা,
কোথায়ও যেতে নেইকো মানা।
যাচ্ছ তুমি আপন মনে,
যেথায় তোমার মন টানে।
তোমার নেইকো বাধা,
নেইকো ভয়, নেইকো লাজ।
নেইকো টান কারও সঙ্গে,
তুমিই সুখী স্বাধীন ভাই।

আমার কিন্তু সঙ্গী চাই,
কোথায়ও যেতে শক্তি নাই,
শত ডোরে বাঁধছি তাই।

চুরি

মিতা, মিনা, সোনা তিন ভাইবোনে,
বলল কানে কানে।
রসগোল্লার হাঁড়িটা মা রেখেছে কোনখানে।
খুঁজে খুঁজে দেখতে পেল তাকের উপর হাঁড়ি,
সকলে মিলে করতে গেল চুরি।
ঝপাৎ করে পড়ে গেল হাঁড়ি,
তিন ভাইবোন মিলে করল কাড়াকাড়ি।

এক যাযাবর

আমি এক যাযাবর,
রাশি রাশি পেঁজাতুলা মেলি,
ভ্রমছি দেশ-দেশান্তর।
পৃথিবী আমায় করেছে আপন,
নেইকো আমার ঘর।
কখনও যাই অমরনাথ, নন্দন কানন,
পুষ্কর গঙ্গাসাগর।
কখনও পার হয়ে যাই,
আরব সাগর ;
ভ্রমি তপ্ত সোনার বালুকাপর।
আবার কখনও যাই ধেয়ে,
ভারত প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তরে।
দূরে—অনেক—দূরের আকাশে,
নাম না জানা দেশে।
কখনও ধাই আটলান্টিক ভারত মহাসাগর ছেড়ে,
দুর্গম গিরিপথে।
ভ্রমছি আমি ভুবন জুড়ে আকাশ পরে,
দেখছি আমি বিধির খেলা ;
আমার নয়কো কেহ পর,
আমি এক যাযাবর।

চির প্রেমিক

তুমি হে প্রেমিক,
সবার প্রেমিক।
সুধা রস ধারক হে !
হৃদয় বাসে,
নিয়েছ বাস।
অন্তরতর হে !
তুমি যে ঢাল প্রেম সুধা,
মানব হৃদয় মন্দিরে।
রৌদ্রতপ্ত গাছেরে যেমনি বাঁচাও তুমি
বারি ধারাতে,
দুঃখ-তপ্ত হৃদয়ে তেমনি তুমি
ঢাল প্রেম সুধা হে !
হে ! রোমাঞ্চ,
হে ! চিরসুন্দর
তুমি যে সবারে বাস ভালো
তাই তো তোমারে বাসি ভালো,
চির আনন্দময় হে !
এস, এস মোর প্রাণে,
আমারে ডুবাও তব ;
প্রেম রসগানে।
তুমি হে প্রেমিক
সবার প্রেমিক,
প্রেম সুধা রস ধারক হে।

রোমাঞ্চে

গোপনে তোমায় বাসবো ভালো,
জানতে দেবো না ;
কাউকে জানতে দেবো না।

লুকিয়ে তোমায় বলবো কথা,
শুনতে দেবো না ;
কাউকে শুনতে দেবো না।

আড়াল থেকে দেখবো তোমায়,
জানতে দেবো না ;
কাউকে জানতে দেবো না।

হাসবো আমি চোখে চোখে,
বলবো কথা প্রাণে প্রাণে ;
ঈশারায় ডাকবো তোমায়
কেউ তা বুঝবে না।

সুধাবো গোপন কথা,
বিনিময়ে প্রাণের ব্যথা ;
সোহাগের বিকলতা,
কেউ তা জানবে না।

•

প্রেমেতে মন মজিলে,
সকলই যাই গো ভুলে ;
ভুল হয় আপন মূলে,
কিছু মনে থাকে না।

ভালবাসার এমনি ধারা,
হ'তে হয় আপন হারা ;
হতাশায় পরাণ ভরা,
শুধুই যাতনা।

জানি না কোন রোমাঞ্চে,
পড়েছি এই বিপাকে ;
দেখি সব আঁধার চোখে,
তোমার বিহনে।

জানো কি আমার কথা,
বুঝো কি আমার ব্যথা ;
বাজে কি এ নীরবতা,
তোমারও পরাণে ?

মিষ্টির বৃষ্টি

আমার সব থেকে ভাল লাগে
খেতে মিষ্টি,
আমি ভাবি পড়ে না কেন
মিষ্টির বৃষ্টি।

রসগোল্লা, পানতুয়া
দৈ, সন্দেশ,
আমার তো ওসব কিছু খেতে লাগে বেশ।
সারাক্ষণ মনের সুখে মিষ্টি খাব,
রোজ শুধু মিষ্টি খেয়েই স্কুলে যাব।

অমৃতময় ভালোবাসা

নিখিল বরান প্রিয় চরণে স্মরণ দিও ;
আমার মন যদি কভু তোমারে ভুলে থাকে-
তুমি যেন না ভুলিও !
তোমারে ভুলে অকুল সাগরে,
সদাই চলি যে হাবুডুবু খেয়ে,
হাল ছাড়া তরী সম এ জীবন মম,
কেবল বোঝায় ভার সবই যে অসার ।

নিখিল বিশ্বের মাঝে,
তুমি যে রয়েছ ছড়ায়ে ।
নানারূপে বাহু দু'খানি বাড়ায়ে,
চারিদিকে চাই তোমারে না পাই বাহিরে ।
অন্তর মাঝে নিয়েছ যে ঠাঁই দিবানিশি তাই,
জ্বলছি সদাই মরীচিকাময় ধাঁধাতে ।
মানব জনম সফল কেবল সবার সেবাতে,
এই কথাটি শুধু বুঝাতে ।

আমার মিলন লাগি, ওগো জগৎস্বামী,
তুমি আসছ কবে থেকে ?
তোমার আকাশ, তোমার আলো,
রাখবে কোথায় তোমায় ঢেকে ।
তোমার চরণ ধ্বনি বাজে,
আমার হৃদয় মাঝে ।

তোমার এই নীরব বাণী, না যায় যেন ঢেকে,
লোকের কোলাহলে ।
সবার মাঝে আমারে রেখো,
তোমার ছায়ার তলে ।

আমি হেথায় থাকি শুধু,
গাইতে তোমার গান।
দিও তোমার জগৎ সভায়,
এইটুকু মোর স্থান।

হে মোর দেবতা আমি ভালোবাসি,
প্রতি গাছ-পালা আগাছা।
অতীব তুচ্ছ, অতীব ক্ষুদ্র, অতীব গন্ধহীন,
সে নয় মোর কাছে হীন।
তারাই দেয় মোরে আনন্দ, দেয় মনে তোমার প্রকাশ,
আমি ভালোবাসি আকাশ, বাতাস,
ভালোবাসি রৌদ্রতপ্ত ভিজে মাটির গন্ধ।
আমি ভালোবাসি প্রকৃতির প্রতিটি ছন্দ,
আমি ভালোবাসি ধুতরা আকন্দ,
নাম না জানা জঙ্গলা ফুল।
আমি ভালোবাসি কাশের গুচ্ছ,
অতিক্ষুদ্র, অতিতুচ্ছ সে নয়কো তোমার ভুল।
যাদের দেয় নাকো ভালোবাসা কেহ,
তুমি যে তাদেরও লহ টানি।
এই তোমার প্রেম,
ওগো হৃদয় হরণ।
এই বাতাসে দেহে করে,
সুধা বরিষণ।
এই তোমারই প্রেমের বাণী এসেছে,
আনন্দ বারিতে,
নয়ন ভেসেছে।
আমার হৃদয় আজ ছুয়েছে,
তোমার চরণ।

আরও আঘাত সইবে আমার,

আঘাতে আঘাত কর জাগুক প্রাণ।

তোমার বাঁধন ছাড়ছি নে গো,

তোমায় আমি চাই,

সন্দেহে তোমায় আঘাত করি,

তবু তোমায় চাই।

প্রবল প্রেমে সবার মাঝে,

ফিরব ধেয়ে সকল কাজে।

বইব তোমার প্রেমের বাণী,

ফুল ফুটাব মরা গাছে।

সবুজ পাতা ছড়িয়ে দেব,

ডালে, ডালে, ভরা শাখে।

সূর্য কিরণ ছড়িয়ে দেব

সব প্রাণে সব গানে,

চাইব আমি দীনজনের মুখপানে প্রেমের টানে ;

গান গাওয়ালে আমায় তুমি,

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি ;

জগৎ জুড়ে উদার সুরে বাঁধ আমায় বাঁধ।

সবার যেথায় আপন তুমি,

সেথায় আপন আমারও।

সবার প্রাণে যে যায় তুমি প্রেম ছড়াও,

সেখানেতেই প্রেম আমারও।

আমার এই চাওয়ার,

না হয় যেন শেষ।

কবির কবিতা তুমি, লেখকের লেখনি,

বদ্যির বিদ্যা তুমি, দাতার দান।

জ্ঞানীর জ্ঞান তুমি, গায়কের সুরধ্বনি।

বুভুক্ষের ভিক্ষা তুমি, তৃষ্ণার্থীর জল।

ধন্য জীবন মম তোমায় ভালোবেসে,
জন্মেছি এদেশে।
তোমার ধূলায় ধূসব হব নব নব বেশে,
আবেশ বশে।
যেদিকে তাকাই দেখতে যে পাই।
নানারূপে রংয়ে তাই।
তোমার নূপুরে বাজছে সদাই,
আনন্দের ছন্দে, রিমঝিম শব্দে।
তোমারে যে না চিনছে,
আপনারে সে ভুলছে।
ঘুরছে গোলক ধাঁধার,
ভালোবাসাহীন মরুতে।
তাইতো কখনও রুদ্রবেশে মহাকালীরূপেতে,
নাচছ চৌদিকে পাগলীনি প্রায়।

প্রলয়ের ধ্বনিতে অশনি শনিতে,
আবার দেখি চারিদিকের হা হা করে—হাসিছ,
হা হা রবে ধরি নববেশ।
ধরিছ সুজলা সুফলা,
শস্য শ্যামলা মহারাণী বেশ।
তুমি কখনও মহাকালী,
কখনও কল্যাণী।
কখনও ধর তুমি নরবেশ, কখনও নারী।
যে তোমায় যেমন চায় তেমনই তারি।
তুমি যে স্নেহময়ী,
অমৃতময়ী ভালোবাসা।

রাজা-প্রজা

রাজা মশাই তুল্লে হাই,
প্রজার দলে ঘুমায় সবাই।
ঘুম পাক বা নাই পাক,
উঠবে সবার নাকের ডাক।

রাজা মশাই হাসবে যেই,
প্রজার দলে হাসবে সেই।
হাসতে গিয়ে কাশলে পরে,
রাজা মশাই উঠবে তেড়ে।
হাসি পাক বা নাই বা পাক,
মুখের হাসি লেগেই থাক।
প্রজার পেটে খিদে বোঝাই,
আহার করেন রাজা মশাই।

সহজ

সহজ কথা সহজ করে,
বলতে পারে কেই বা কবে ?
সহজ গানে সহজ সুরে,
গাইতে পারে কেই বা ভবে ?
আপন মনের গোলক ধাঁধায়,
পথ খুঁজে সে আপনি বেড়ায়।
অন্ধকারে আপন মনে,
সিক্ত চোখে সঙ্গোপনে।
মুক্ত পথে মুক্তি খুঁজে,
আপনা সাথে আপনি যুঝে।
ফিরছি আমি, ফিরছ তুমি,
ফিরছে সদাই বিশ্বভূমি।
পৃথিবীটা ঘুরছে যেথায়,
সোজা পথের জটিল ধাঁধায়।

জানা অজানা

বাঘের মাসী বেড়াল সেটা
জানা আছে সবার ;
নেইকো জানা বাঘের বাড়ী,
বেড়াল গেছে ক'বার।
এ সব খবর জানতে গেলে,
খুব প্রয়োজন ঘটার ;
তার সাথে চাই মনে জোর আর,
শক্ত বুকের পাটার।

শ্বশুরবাড়ী

খুকু যাবে শ্বশুর বাড়ী
সঙ্গে যাবে কে ?
সঙ্গে যাবে টাকার থলি
ওজন করে দে।

এক পাল্লায় বসবে খুকু,
আর এক পাল্লায় কে ?
আর এক পাল্লায় বসাও টাকাগুলি।
আগের পাল্লায় বসবে টাকা,
পিছন পাল্লায় খুকু।
টাকার ওজন পড়বে ঝুঁকে দ্বিগুণ হয়ে খুকু,
শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে খুকু,
আগে যাচ্ছে টাকা।
শাশুড়ী বলে টাকাগুলি
ওজন করে দেখা।

বিলাপ

পালিয়ে গেছে সাধের পাখী,
খাঁচার বাঁধন ছিঁড়ে।
খাঁচাটি তাই শূন্য আজি,
আঁধার বিরাজ করে।
কোনদিকে যে গেছে পাখী,
ঠিক, ঠিকানা নাই।
মুক্ত আকাশ বল মোরে,
কোথায় পাব তারে!

কর্ণধার

ওহে চাষী ওহে কর্ণধার,
তোর ঋণ শুধাতে পারিব না আর।
রোদ বৃষ্টি জলে, কত ছলে বলে,
ফলাস শস্য এ মানবের তরে।
মন তোর সাদা, নাই কোন বাধা,
গান গেয়ে যাস প্রাণ ভরে।
চাষীই বন্ধু চাষীই ভাই,
হেন উপকার সমাজে আর নাই।
চাষীই সেরা এ বিশ্বমাঝারে,
তোর ঋণ শুধাতে পারিব না আর।
নহিলে মানুষ বুঝি হাহাকার রবে
জগৎ জুড়ে করিত কোলাহল সবে।
ছেঁড়া কাপড় পরি হাতেতে হুঁকাটি ধরি
যাস গৃহিণীর কাছে,
হাসি কথা বলে, আনন্দ উছলে,
সারাদিনের পাছে,
এইভাবে হায়, দিন কেটে যায়;
দুঃখের মাঝেও সুখ,
কত বেচারা, হয় দিশাহারা,
শুধু তোতেই আনন্দে ভরা।
হে বন্ধু এ বিশ্ব কভু করিস না আঁধার
তোর ঋণ শুধাতে পারিব না আর।

সমস্যা

বাবা বলেন খুকুমনি হবে আমার কবি,
মা বলেন তা হবে না তুই শিল্পী হবি।
দাদা বলেন খুকু হবে পলিটিক্যাল লীডার,
মামা বলেন করব ওকে বিরাট ব্যারিস্টার।
কি সমস্যা কাকে খুশী করি।
ভাবতে ভাবতে আমি যে গো হেসে হেসে মরি।

স্মৃতি

ছোট ভাই, ওগো ছোট ভাই।
আজ তুমি নাই।
নাই তব হাসি কচি মুখখানি,
নাই ছোট ছোট আধ আধ বুলি।
তোমার লাগিয়া কাঁদিয়া মরি,
আমি হতভাগী।
অকালে ঝরিয়া গেল,
একটি ফুটন্ত ফুল;
মোরা শোকেতে আকুল,
খুঁজিয়া পাই না কুল।
ছোট, ছোট-সুখ, ছোট, ছোট কথা,
তাই নিয়ে কত কথা, কত গাথা।
কত স্মৃতি, কত ভালোবাসা,
জীবনের হতাশ বুকেতে দুরন্তের নেশা।
করেছে পাগল এই প্রাণ।

দুঃখ

যারে তুমি সুখ বলে,
দিয়েছিলে বাহুখানিতে তুলে।
সেখানে পেলাম দুঃখ,
ঢেকে গেল বুক।
শ্যাওলার জলে,
প্রেম নাই বলে।
যারে তুমি দুঃখ বলে,
দিলে বুক ভরে।
সেখানে গেলাম ভেসে,
অসীম সুখ সাগরে ;
অমৃতের জলে।

শালিক

ময়না টিয়ে সবাই পোষে,
পুষছি আমি শালিক।
কারও কথায় কান দেব না,
আমিই আমার মালিক।
আমার মনের ইচ্ছাগুলোই,
আমার কাছে বড়ো,
যখন যেমন হচ্ছে খুশি,
করছি তেমন তরো।
দেখবো তাদের ভাবের প্রকাশ,
রেখে পাশাপাশি।
খেলা নিয়ে থাকতে আমি,
দারুণ ভালবাসি।

মনবেদনা

পাখী তার পাখা মেলে,
আকাশেতে উড়ে চলে।
আমি কেন পারি না উড়িতে ?
ভগবান যদি দিতেন দু'টো ডানা—
কত দেশে ভ্রমিতাম নেই তার জানা,
দিতাম না আমি কাহাকেও ধরা,
থাকিত না মোর শত বন্ধনের কারা।

সন্ধ্যা

সন্ধ্যা বেলা সূর্য গেল অস্তাচলে
রাখাল ছেলে গরু লয়ে ফিরেছে ঘরে,
পাখীরা কুজন করে, মাঠের ওপারে যায় উড়ে
শ্রমিক, বাবু, কুলি সবার মন করে আকুলি,
ত্বরিত তারা ফিরতে ঘরে,
শিশুরা খেলা শেষে,
মায়ের কোলের আশে ;
আনন্দ গদ্‌গদ্‌ চিত্তে ঘরে ফেরে।
দূরে কোন কুলবধূ গলায় কাপড় লয়ে,
প্রণাম করে তুলসিতলে, দিয়ে সন্ধ্যারতি।
হয়ে গদ্‌গদ চিত্তে, কুশল মাগে সবার লাগি ;
সাদা, সাদা ফুলগুলি।
চাঁদ দেখবার আশে,
মিটি, মিটি হাসে।

শিশু

শিশুরা তো ছোট নয়,
ছোট, ছোট ফুল ;
হাসে, কাঁদে কথা কয়,
ভাবেতে আকুল ।

বুকখানা মধু ঢালা,
কিছু দিতে নাই দ্বিধা,
বিধাতা সমান দাতা ।
ঝুলি ভরা আধ বুলি,
দেয় সবে মুখ খুলি ।

নেই দুঃখ, নেই জ্বালা,
বুকভরা সরলতা ।
শিশুদের দিব্যকান্তি,
স্বর্গের সমান শান্তি ।
দূর করে সর্ব্ব ক্লান্তি ।
শিশু সনে খেলা কর,
আনন্দেতে প্রাণ ভর ।

প্রার্থনা

হে অন্তরতর হে জ্যোতির্ময়, মম অন্তর কর চির সুন্দর,
যুক্ত কর সবার সঙ্গে মুক্ত কর বন্ধন ডোর।
অসৎ হইতে মোরে নিয়ে চলো সতে,
আলোকে লইয়া চলো, আঁধার হইতে।
অমৃতে মিলাও মোরে নাশিয়া মরণ,
জ্যোতির্ময় দয়া করে দেও হে দরশন।
অমৃত ধারক যেন হতে পারি আমি,
উপযুক্ত কলেবর কর মোরে তুমি।
রসনা টুটুক সদা সুমধুর নামে,
শ্রবণ করুক কর্ণ তব গুণগান।
প্রতিভাত হও নিত্য মানসে আমার,
তুমি মোরে করে লও প্রেম পারাবার।
জগৎ কল্যাণ কর লহ নমস্কার,
আমার আমিরে—তোরে দিনু পুরস্কার।
আমি তব, আমি তব, তুমি গো আমারি,
বুকে করে রাখ মোরে দিবা বিভাবরী।
প্রাতঃ প্রভৃতি প্রাত রম্যমু,
যৎ করোমি জগৎ নাথ, তদন্তে তব পূজনমু।
আমাতে প্রবিষ্ট তুমি হও ভগবান,
পূর্ণরূপে প্রকাশিত হও ভগবান।
একভূত করে লহ প্রিয়তম প্রাণ,
আমার আমির নাথ কর অবসান।
যৎ কৃতামং সৎ করিষ্যামি,
ন তৎ কৃতামু ময়া সর্বম,
তয়া কৃতামু ফল ভাগং ত্বমেব ভগবণ।
হে আনন্দ হে পরমানন্দ তোমার চরণে,
স্মরণ লওয়াও মোরে কায় বাক্যমনে।

রবীন্দ্রনাথ

পরিচিত হলে তুমি,
বিশ্বকবি নামেতে।
বিশ্বকবি বলতে গেলে,
বলা হয় তোমাকে।
এশিয়াতে পেলে তুমি,
সর্ব প্রথম নোবেল পুরস্কার,
তুলনা মেলা ভার,
তব বহুমুখী প্রতিভার;
তাই তোমার কথা মনে পড়লেই,
করি শুধু হা হা কার।

বর্ষার রাত

বর্ষার রাত,
শুধু বারিপাত।
নিদ্ আর নাহিরে,
নাহি কেহ বাহিরে।
আলো জেবলে শিয়রে,
মন ওঠে শিউরে।
খুকু মণি বলে—
আমাদের কি হবে,
চাঁদ উঠবে কবে ?
কবির মন ওঠে,
আনন্দেতে নেচে।
কাগজ, কলম হাতে,
লিখ্‌তে কবি বসে।
ভালো ফসল হবে,
বর্ষারাণী বলে,
কৃষক তাহা শোনে।

আশা

আমি যদি হতেম ছোট্ট পাখী,
থাকত যদি ছোট্ট দুটি নীল পাখা ;
নানা রেখায় রং এর মেলা ছড়িয়ে দিতেম,
আঁকাশ ভরে ভরে।

আমার সাথে উঠতো গেয়ে,
নীল সাগরের যত মেয়ে ;
মন মাতানো প্রাণ জাগানো গানে।
গানে গানে ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রাণে প্রাণে,
হইতো কথা সমান টানে।
আমারে যে ঐ নীল আকাশ,
ঐ নীল সাগরের মেয়ে—
সদাই টানে অসীমে—
পাই না খুঁজে সীমা।
জানি না কোন দেশে পেঁছে যাব শেষে,
সব অসীমে ঠেলে।

সাহায্য

যদি কোন দিন,
তিমিরে যাস ঢেকে।
যদি না দেয় তোরে,
কেউ সান্তনা।
নাইবা দিল, তাতে তোর কিছু ক্ষতি না,
কভু হবি না হতাশ।
বুক ফুলে দাঁড়াস,
উর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস।

মন

বনের পাখী থাকে বনে,
মনের পাখী কোনখানে ?
কি বা তার রূপ,
কেই বা তারে চেনে ?
মনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে—,
পণ্ডিত বাড়ী উঠব গিয়ে—,
পণ্ডিত কি বুঝতে পারে :
সরল ব্যাখ্যা দিয়ে ?

মন তোর মিনিট লাগে না—,
লাগে না সেকেণ্ড,
যাসরে কোথায় চলে,
আবার আসিস ফিরে কোথা হতে ?
আমি ভাবি তাই :
মন বুঝি চলে গাড়ীর আগে আগে,
আমি বলি যে,
এই মন হবে বুঝি প্রথম রকেট,
অস্ফুটভাবে উত্তর আসে
কেন হব না ?
মোর যে নেই কোন হাত, নেই কোন হাত,
গাড়ীর মত নেইকো চাকা ;
আমার তো নেই কোন পাখীর মত পাখা ।
ঝিক্‌মিক্‌ জ্যোৎস্নার আলোয় ভরা রাতে,
জানলা দিয়ে মুক্ত গগনে,
চেয়ে চেয়ে দেখি,
মাঝে মাঝে আনমনা হয় কেন সে ।
আবেশের নেশায় ভরে আসে দু'টি আঁখি ।•

মিটমিট জোনাকির আলোয় মিশে
উজ্জ্বল রাত্রিটা নিয়েছে এক সুন্দর রূপ,
মৃদু মৃদু বায়ু বহে,
বৃক্ষ শাখা কেঁপে ওঠে ;
ধরণী সেজেছে আজ একি অপরূপ।
তৃপ্ত হয় মন দূর দূরান্ত থেকে ভেসে আসে,
রাখালের বাজানো বাঁশির সুর,
মনে হয় যাই হারিয়ে,
নক্ষত্র ভরা আকাশের কোলে,
দূরে অ-নে-ক দূরে।

প্রত্যূষ

আ! মরি মরি তব প্রত্যুষরূপ হেরী,
নিশার আঁধার অতীব ভয়ঙ্করী।
ঐ আসিছ তুমি মহাশূন্যে আকাশ পথে,
জগৎ করিতে আলো,
মানবে বাসিতে ভালো।
দূর হতে শুনি তব নূপুরধ্বনি,
বিহঙ্গের মধুর সঙ্গীতে।
হায়! আজ আমি লোভী, অতি লোভী,
নানা বাস্তব জৈব রোমাঞ্চের জালে,
তোমারে পাশেতে ঠেলে, কুপথে চলে।
নিশার আঁধারে ডুবায়েছি আপনার আপনারে,
হে! প্রত্যুষ দূর কর দূর মোর অন্ধকার ঘোর
প্রভূত আলোক দানে।

জিজ্ঞাসা

এই আকাশ আমারে বেসেছে ভালো,
আমি কি তারে বলি ভালো ?
এই মাটি দিয়েছে আমারে ঠাঁই ;
আমি কি তারে চাই ?

এই জল আমারে করেছে শীতল,
আমার মন কি তারে দেখে করে টলমল ?
এই বৃক্ষলতা আমার মিটায়েছে ক্ষুধা,
আমি কি তারে দেই সুধা ?

এই বৃষ্টি এনেছিল মোর শুদ্ধি,
আমি কি হয়েছি শুদ্ধি ?

এই প্রাণ করেছিল মোরে মহান,
আমি কি বুঝেছি তার মান ?
এই বাতাস করেছিল মোরে সুবাসিত,
আমি কি তারে রেখেছি পবিত্র ?

শান্তি

ওরে ভাই শান্তি নাই,
শান্তি নাই ।
সুখ নাই সুখ নাই,
ওরে ভাই বন নাই মন নাই ।
সত্য নাই প্রাণ নাই,
শুধু চাই চাই ;
শুধু খাই খাই,
মানুষে মানুষ খাই ।
প্রদাহ রোমাঞ্চে সদাই হারাই,
কিছুতেই তোষ নাই ;
আরও চাই আরও চাই
জটিলতায় আপনা হারাই,
ওরে ভাই শান্তি নাই,
শান্তি নাই ।